দৈনিক বাংলা

29/5/80

0747

প্রাথমিক শিক্ষকের দায়িত্ব

প্রাথমিক শিক্ষকেরা সরকারী চাকুরেই থাকবে। তাদের বেতন ভাতা সরকারের তরফ থেকেই দেওয়া হবে। একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জনাব শাহ আজিজুর রহমান। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। এই ঘোষণার পরে মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর হবে। কিছুদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। তারা ধারণা করেন যে তাদের সকল দায়িত্বই বুঝি স্থানীয় সরকারের উপর বর্তাবে। এ ধরনের একটি খবরও প্রচারিত হয় যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ স্থানীয় সরকারের তহবিল থেকে দেওয়া হবে। এসব উল্টা-পাল্টা খবরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষকেরা সভা ও মিছিল করেন, ঢাকাতেও তারা অবস্থান ধর্মঘট করেন এবং সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। তাদের সবচেয়ে বড় আশংকা ছিল বেতন নিয়ে। কারণ বেতন পরিশোধ করার ব্যাপারে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের সংশয় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর গত শনিবারের ঘোষণায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সকল সন্দেহের নিরসন ঘটবে বলে আমরা মনে করি। তবে এ প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে চলছে কিনা বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিল এ ব্যাপারে নজর রাখবে। এ প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও আমরা প্রাথমিক শিক্ষকদের কিছুটা নতুন করে বিবেচনা করবার অনুরোধ জানাব। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া সম্পর্কে আমাদের কাছে নানা অভিযোগ আছে। বলা হয় যে দেশের বহু এলাকাতেই নিয়মিত স্কুল বসে না। শিক্ষকেরাও অনেকেই উপস্থিত থাকেন না। অভিযোগ আছে, কিছু কিছু শিক্ষা অফিসার সম্পর্কেও। অর্থাৎ সব অভিযোগ এক করলে মনে হবে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যেমনভাবে চলার কথা ঠিক তেমনভাবে চলছে না। একথা সত্য যে এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও বক্তব্য আছে। তবু আমরা বলব যে শিক্ষকদেরও খানিকটা দায়িত্ব আছে। আমরা আশা করব যে শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব পালন করে এই অভিযোগের জবাব দেবেন। কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়েছেন। সুতরাং আমরা আশা করব যে শিক্ষকরাও তাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবেন।